ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

বলপূর্বক বাস্তুচ্যুত মিয়ানমারের (রোহিঙ্গা) নাগরিকদের বাংলাদেশে অবস্থান: সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়

মো. শাহ্‌নূর রহমান, নাজমুল হুদা মিনা, গোলাম মহিউদ্দীন

৫ ডিসেম্বর ২০১৯

প্রেক্ষাপট ও যৌক্তিকতা

- মিয়ানমারের বলপূর্বক বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা নাগরিকদের বাংলাদেশে অনুপ্রবেশ একটি দীর্ঘস্থায়ী ও চলমান সংকট
- ১৯৭৮-২০১৭ পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে মিয়ানমার সরকারের দমন-পীড়নের ফলে রোহিঙ্গাদের বাংলাদেশে আগমন ও আশ্রয় গ্রহণ - মোট নিবন্ধনকৃত রোহিঙ্গা ৯,১৪,৯৯৮ জন (সিচুয়েশন রিপোর্ট, আইএসসিজি, সেপ্টেম্বর ২০১৯)
- রোহিঙ্গাদের আশ্রয় ও সহায়তা প্রদানে বাংলাদেশ সরকারের উদ্যোগ আন্তর্জাতিক মহলে অত্যন্ত প্রশংসিত। জাতীয়ভাবেও এ বিশাল অনুপ্রবেশের মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে স্বাগত জানানো হয়; যদিও এর বহুমুখী প্রভাব এবং এর বিভিন্ন প্রকার উদ্বেগজনক দিক ব্যাপকভাবে আলোচিত হচ্ছে
- ২০১৭ সালে রোহিঙ্গাদের বিপুল সংখ্যক আকস্মিক অনুপ্রবেশের প্রেক্ষিতে টিআইবি কর্তৃক একটি দ্রুত সমীক্ষা পরিচালনার মাধ্যমে এই সমস্যার স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদী চ্যালেঞ্জ ও ঝুঁকি চিহ্নিত
- সম্প্রতি সংবাদপত্র ও বিভিন্ন প্রতিবেদনে প্রকাশিত তথ্যানুযায়ী চিহ্নিত চ্যালেঞ্জসমূহের একটি বড় অংশ এখনো একই মাত্রায়, এবং ক্ষেত্রবিশেষে বর্ধিত পরিসরে বিদ্যমান
- রোহিঙ্গাদের বাংলাদেশে অবস্থান ক্রমাগত দীর্ঘায়িত হওয়ায় এই বিপুল জনগোষ্ঠীর ব্যবস্থাপনা সংশ্লিষ্ট অংশীজনের কাছে অধিকতর চ্যালেঞ্জ হিসেবে বিবেচিত। এ বিষয়ে সুশাসনের চ্যালেঞ্জসমূহের ওপর আলোকপাত করার জন্য বর্তমান গবেষণাটি পরিচালিত

গবেষণার উদ্দেশ্য

বাংলাদেশে অবস্থানরত মিয়ানমারের বলপূর্বক বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা নাগরিকদের ব্যবস্থাপনায় সুশাসনের চ্যালেঞ্জ চিহ্নিত করা

সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য

- রোহিঙ্গাদের জন্য গৃহীত উদ্যোগ ও এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের কার্যক্রম ও সমন্বয় ব্যবস্থার পর্যালোচনা করা
- রোহিঙ্গাদের ত্রাণ ব্যবস্থাপনায় বিদ্যমান সুশাসনের চ্যালেঞ্জ নিরূপণের পাশাপাশি অনিয়ম ও দুর্নীতি চিহ্নিত করা
- সার্বিক ব্যবস্থাপনায় সুশাসনের চ্যালেঞ্জ থেকে উত্তরণের উপায় সুপারিশ করা

গবেষণার পরিধি ও সময়কাল

- রোহিঙ্গাদের মৌলিক চাহিদাসহ বিভিন্ন সহায়তা সংক্রান্ত
  - মানবিক সহায়তা (খাদ্য, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন, সুরক্ষা ও নিরাপত্তা)
  - সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের কার্যক্রম
- প্রত্যাবাসন বিষয়ে চ্যালেঞ্জ এবং দীর্ঘমেয়াদি অবস্থানের (অর্থনৈতিক, সামাজিক, পরিবেশগত, রাজনৈতিক/নিরাপত্তা) ঝুঁকি
- সুশাসনের ছয়টি নির্দেশকের (স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, সক্ষমতা, সাড়া প্রদান, সমন্বয়, দুর্নীতি প্রতিরোধ) আলোকে সংগৃহীত তথ্য বিশ্লেষণ
- গবেষণার সময়কাল: ১৩ জুলাই - ৩০ অক্টোবর ২০১৯

- একটি গুণগত গবেষণা

প্রত্যক্ষ তথ্য

সংগ্রহ পদ্ধতি	টুলস	তথ্যদাতা/ পর্যবেক্ষণের বিষয়
সাক্ষাৎকার	চেকলিস্ট	শরণার্থী ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশন (আরআরআরসি)-এর কর্মকর্তা, এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা, জাতিসংঘের আবাসিক সমন্বয়কারী কার্যালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা, ইন্টার সেক্টর কো-অর্ডিনেশন গ্রুপ (আইএসসিজি), ক্যাম্প ইন চার্জ (সিআইসি), সাইট ম্যানেজমেন্ট কর্মকর্তা, সিভিল সার্জন অফিস, বন বিভাগের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা, জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারী, উখিয়া ও টেকনাফ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার (ইউএনও) কার্যালয়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারী, ক্যাম্পে কর্মরত আন্তর্জাতিক, জাতীয় ও স্থানীয় এনজিও'র কর্মকর্তা ও কর্মচারী, রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী, স্থানীয় নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি ও সাংবাদিক
পর্যবেক্ষণ		ক্যাম্পের অভ্যন্তরে রোহিঙ্গাদের বাসস্থান ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা, স্বাস্থ্য কেন্দ্র, ত্রাণ বিতরণ, অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তি ব্যবস্থা

পরোক্ষ তথ্য: রোহিঙ্গা সংকট ও ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রবন্ধ, প্রতিবেদন, গণমাধ্যমে প্রকাশিত সংবাদ ও সংশ্লিষ্ট নথি বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা

গবেষণার ফলাফল

রোহিঙ্গা ব্যবস্থাপনায় গৃহীত উদ্যোগ

২০১৭ সালে টিআইবি'র গবেষণায় প্রস্তাবিত সুপারিশমালার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ উদ্যোগ

- অনাথ শিশুদের (৩৬,৩৭৩ জন) তালিকা সম্পন্ন করা
- অভিযোগ নিরসনে 'কমপ্লেইন ফিডব্যাক রেসপন্স ম্যানেজমেন্ট' ব্যবস্থা চালু করা
- পরিবেশ, বনায়ন ও জীববৈচিত্র্যের ক্ষতি নিরূপণে সমীক্ষা পরিচালনা ও ক্ষতিরোধে সুপারিশ প্রণয়ন
- অনিয়ম ও দুর্নীতিরোধে পূর্বে প্রচলিত ত্রাণের টোকেনের পরিবর্তে বিভিন্ন ধরনের কার্ড চালু করা
- আইএসসিজি কর্তৃক মানবিক সহায়তায় বিভিন্ন খাতের বছরভিত্তিক আর্থিক চাহিদা নিরূপণ ও 'সিচুয়েশন রিপোর্ট' প্রকাশ

অন্যান্য উদ্যোগ

- ক্যাম্প ব্যবস্থাপনায় ২৮টি সিআইসি অফিস নির্মাণ ও সিআইসি নিয়োগ
- ভাসানচরে আবাসন নির্মাণ
- প্রত্যাবাসনের লক্ষ্যে যৌথ ভেরিফিকেশন ফর্ম অনুযায়ী তথ্য সংগ্রহ কার্যক্রম শুরু
- আবর্জনা ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় গৃহস্থালী বর্জ্য রিসাইক্লিং প্রকল্প গ্রহণ ও বিকল্প জ্বালানি হিসেবে এলপিজি সরবরাহ
- ই-ভাউচার পদ্ধতিতে খাবার প্রদানের ব্যবস্থা চালু
- ক্যাম্পের ভেতরে অনিয়ম ও দুর্নীতি রোধে দুইটি ক্যাম্পের দুইটি ব্লকে নির্বাচনের মাধ্যমে কমিউনিটি প্রতিনিধি বাছাই

রোহিঙ্গা ব্যবস্থাপনায় সংশ্লিষ্ট অংশীজন

সরকারি অংশীজন

- কেন্দ্রীয় পর্যায়ে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় ব্যবস্থাপনার নেতৃত্বে রয়েছে
- এনজিও বিষয়ক ব্যুরো এফডি-৭ এর আওতায় এনজিওগুলোর কার্যক্রমের অনুমোদন প্রদান করছে
- মাঠ পর্যায়ে (কক্সবাজারে) আরআরআরসি এবং স্থানীয় ডিসি ও ইউএনও কার্যালয় ব্যবস্থাপনায় দায়িত্ব পালন
- যৌথ বাহিনীর সমন্বয়ে গঠিত আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী নিরাপত্তা নিশ্চিতে কাজ করছে

বেসরকারি অংশীজন

- কেন্দ্রীয় পর্যায়ে কৌশলগত নির্বাহী দল (এসইজি) নেতৃত্ব প্রদান করছে- আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থার (আইওএম) চীফ অব মিশন, জাতিসংঘের রেসিডেন্স কো-অর্ডিনেটর এবং জাতিসংঘের শরণার্থী বিষয়ক হাইকমিশনের (ইউএনএইচসিআর) প্রতিনিধি
- মাঠ পর্যায়ে বিভিন্ন খাত ভিত্তিক (খাদ্য, শিক্ষা, বাসস্থান, স্বাস্থ্য প্রভৃতি) কর্মসূচীর সমন্বয়ের জন্য রয়েছে ইন্টার-সেক্টর কো-অর্ডিনেশন গ্রুপ (আইএসসিজি)

রোহিঙ্গা ব্যবস্থাপনায় সুশাসনের চ্যালেঞ্জ

সমন্বয়ের ঘাটতি

- এফডি-৭ এর আওতায় এনজিও কার্যক্রমের তদারকিতে বিশেষত অনুমোদন ও ছাড়পত্র প্রদান, ত্রাণের মান ও পরিমাণ যাচাইয়ে ডিসি অফিস, ইউএনও অফিস এবং আরআরআরসি'র একই ভূমিকা পালন -
  - প্রকল্প কার্যক্রম শুরুর অনুমোদন ও ছাড়পত্র প্রাপ্তি এবং ত্রাণের মান ও পরিমাণ যাচাইয়ে দীর্ঘসূত্রতা
- ডিসি অফিস ও আরআরআরসি'র মধ্যে তথ্যের আদান প্রদান ও যোগাযোগের ঘাটতির অভিযোগ - ক্যাম্পের ভেতরের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে অস্পষ্টতা
  - ২৫ আগস্ট ২০১৯ তারিখে রোহিঙ্গা সমাবেশের ব্যাপারে সমন্বয়ের ঘাটতি এবং দায়িত্ব এড়ানো
  - আরআরআরসি কার্যালয়ের সমন্বয় সভায় অধিকাংশক্ষেত্রে জেলা প্রশাসনের প্রতিনিধির উপস্থিত না থাকা
- কিছু ক্ষেত্রে ক্যাম্প পর্যায়ে আন্তর্জাতিক, জাতীয় ও স্থানীয় এনজিওগুলোর কাজের দ্বৈততা ও সমন্বয়হীনতা
  - একটি ক্যাম্পে দুই'টি এনজিও'র প্রয়োজনের তুলনায় বেশি লার্নিং সেন্টার তৈরি অথচ কিছু ক্যাম্পে লার্নিং সেন্টারের অপ্রতুলতা

এফডি-৭ এর আওতায় কর্মসূচির অনুমতি প্রক্রিয়া

১. ডিসি অফিস (কক্সবাজার) থেকে কার্যক্রমের বিবরণসহ সুপারিশ গ্রহণ

২. এনজিও বিষয়ক ব্যুরোতে সুপারিশপত্র জমাদান ও এফডি-৭ অনুমোদন

৩. ডিসি অফিস থেকে (কক্সবাজার) কাজ শুরুর অনুমতি

৪. আরআরআরসি থেকে কাজ শুরুর অনুমতি ও ক্যাম্প সুনির্দিষ্টকরণ

৫. ইউএনও অফিস (উখিয়া ও টেকনাফ) থেকে অনুমতি

৬. সিআইসি'র কাছ থেকে কাজ শুরুর অনুমতি ও স্থান সুনির্দিষ্টকরণ

এফডি-৭ এর আওতায় কর্মসূচি সমাপ্তির ছাড়পত্র প্রক্রিয়া

১. সিআইসি'র কাছ থেকে ছাড়পত্র

২. ইউএনও কার্যালয় থেকে ছাড়পত্র

৩. আরআরআরসি থেকে ছাড়পত্র

৪. ডিসি অফিস থেকে (কক্সবাজার) ছাড়পত্র

৫. এনজিও বিষয়ক ব্যুরোতে ছাড়পত্র জমাদান

এফডি-৭ এর আওতায় বিতরণকৃত ত্রাণের মান ও পরিমাণ যাচাই প্রক্রিয়া

নিজস্ব ওয়্যারহাউজে ত্রাণ জমা হওয়া

ওয়্যার হাউজ

→

ছয় সদস্য বিশিষ্ট কমিটি কর্তৃক ত্রাণের মান ও পরিমাণ যাচাই

ডিসি অফিস (কক্সবাজার)

১ম যাচাই

→

নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক মান ও পরিমাণ যাচাই ও গুদামজাতকরণ

কন্ট্রোল রুম (উখিয়া)

২য় যাচাই

→

প্রত্যেক ক্যাম্পে বিতরণের পূর্বে সিআইসি কর্তৃক মান ও পরিমাণ যাচাই

ক্যাম্প/বিতরণ কেন্দ্র

৩য় যাচাই

রোহিঙ্গা ব্যবস্থাপনায় সুশাসনের চ্যালেঞ্জ...

ক্যাম্প ব্যবস্থাপনায় সক্ষমতার ঘাটতি

- জনবলের ঘাটতি - ১২জন সিআইসি ও ২২ জন অ্যাসিস্টেন্ট সিআইসিসহ মোট ৩৪ জন কর্মকর্তা কর্তৃক ৩২টি ক্যাম্প পরিচালনা; অধিকাংশ ক্ষেত্রে একজন সিআইসিকে ৩-৫টি ক্যাম্পের দায়িত্ব পালন
  - জনবল ঘাটতির কারণে ক্যাম্পের তদারকি ব্যাহত হওয়া
  - ক্যাম্প পরিচালনা ও ত্রাণ বণ্টনে 'মাঝি'দের ওপর নির্ভরশীলতার ফলে অনিয়ম ও দুর্নীতি এবং মাঝিদের প্রভাব বৃদ্ধির ঝুঁকি সৃষ্টি

- ক্যাম্প পরিচালনায় সিআইসি ও তার সহযোগী কর্মকর্তাদের একাংশের 'মানবিক নীতি' সম্পর্কিত প্রশিক্ষণের ঘাটতি
  - মাত্র ৯ জন কর্মকর্তাকে মানবিক নীতি বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান
  - 'মানবিক নীতি' মেনে না চলা, রোহিঙ্গাদের সাথে খারাপ আচরণ এবং শারীরিক লাঞ্ছনার অভিযোগ

রোহিঙ্গা ব্যবস্থাপনায় সুশাসনের চ্যালেঞ্জ...

আর্থিক সক্ষমতায় ঘাটতি

- ২০১৭ সাল হতে ২০১৯ সালের ২২ অক্টোবর পর্যন্ত প্রয়োজনের বিপরীতে সম্পূর্ণ অর্থ পাওয়া যায়নি
- খাতভিত্তিক (স্বাস্থ্য, সুরক্ষা, পানি ও স্যানিটেশন, আশ্রয় ও সাইট ব্যবস্থাপনা) প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল বরাদ্দ এবং সেবা কার্যক্রম ব্যাহত হওয়া
- ২০১৯ সালের ২২ অক্টোবর পর্যন্ত জাতিসংঘের অঙ্গসংস্থা কর্তৃক প্রাপ্ত অর্থ ৪৪৩.৩০ মিলিয়ন ডলার যা প্রাপ্ত মোট অর্থের ৮৮%। কিন্তু দীর্ঘমেয়াদে জাতিসংঘের অঙ্গসংস্থা তহবিল সংগ্রহ ও ব্যয় বহন করতে পারবে কিনা সে প্রশ্নটি এখন সামনে আসছে
- উল্লেখ্য ২০১৯ সালে মানবিক সহায়তার তহবিলে বাংলাদেশের অনুদান ২.৫ মিলিয়ন ডলার

রোহিঙ্গাদের মানবিক সহায়তায় বছরভিত্তিক আর্থিক প্রয়োজন ও প্রাপ্ত অর্থ (মিলিয়ন ডলার)

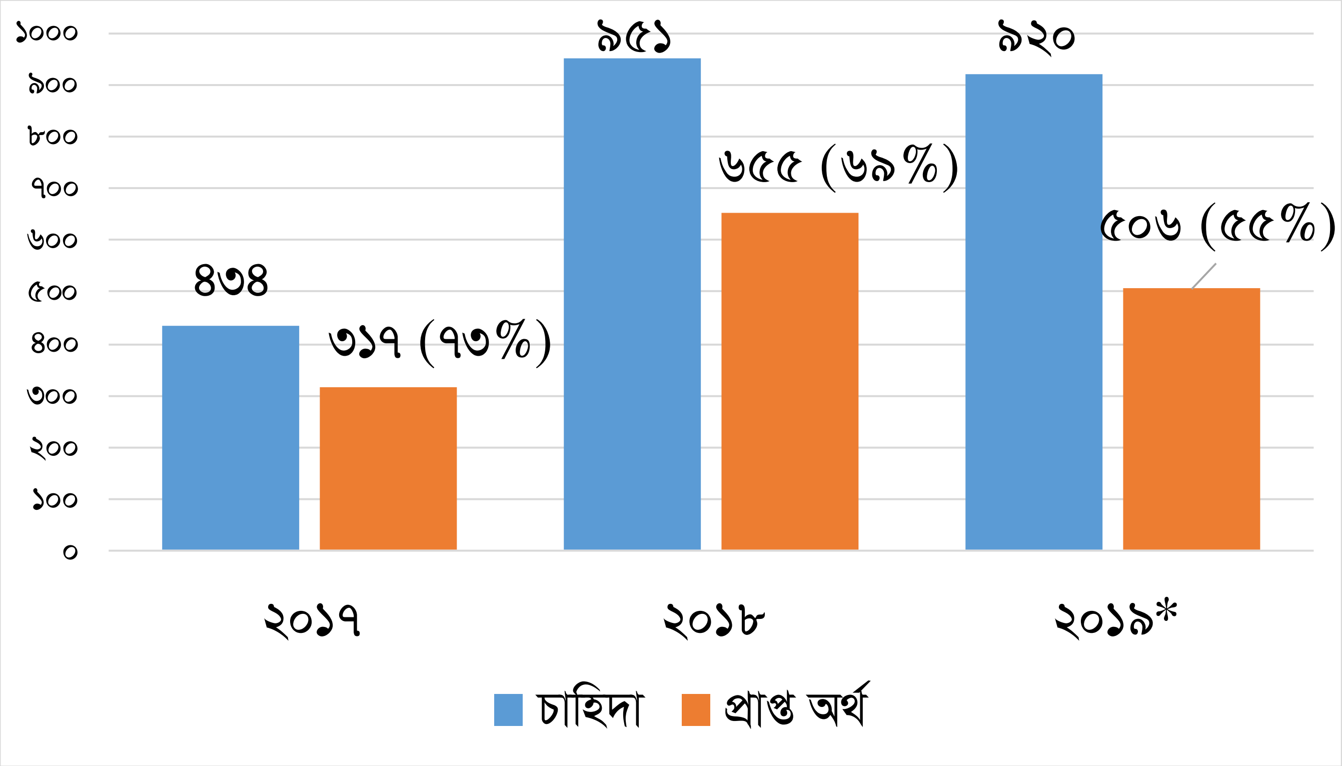

* ২০১৯ সালের প্রাপ্ত অর্থ ২২ অক্টোবর পর্যন্ত

রোহিঙ্গা ব্যবস্থাপনায় সুশাসনের চ্যালেঞ্জ...

কার্যক্রম পরিচালনায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতায় চ্যালেঞ্জ

- জাতিসংঘের অঙ্গসংগঠনের অনুদানে পরিচালিত কর্মসূচির ক্ষেত্রে সরকারের কোনো নিয়ন্ত্রণ ও জবাবদিহি কাঠামো নেই; অর্থ ব্যয়ের বিভিন্ন খাত (পরিচালন ব্যয়, কর্মসূচি ব্যয়) সম্পর্কে স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশের ক্ষেত্রে ঘাটতি; এছাড়া তাদের অনুদানে পরিচালিত এনজিও'র বিতরণকৃত ত্রাণের কোনো যাচাই ব্যবস্থা নেই
- অন্যদিকে এফডি-৭ এর আওতায় প্রকল্প পরিচালনায় এনজিও ব্যুরোর পক্ষ থেকে জবাবদিহি কাঠামো লক্ষণীয়; তবে অনুদান ব্যবহারের ক্ষেত্রে (কর্মসূচি বাস্তবায়নে) বিভিন্ন স্তরে (কর্মসূচির অনুমোদন ও ছাড়পত্র গ্রহণ, বাস্তবায়নে নিম্নমানের পণ্য ব্যবহার, ঠিকাদারের সাথে যোগসাজশ, কর্মসূচি অনুযায়ী কাজ না করা) অনিয়ম ও দুর্নীতি বিদ্যমান
- এফডি-৭ এর আওতায় পরিচালিত কর্মসূচির ত্রাণের মান ও পরিমাণ যাচাইয়ের ব্যবস্থা রয়েছে যা জটিল
- এফডি-৭ এর আওতায় প্রকল্প প্রস্তাবনায় মোট অনুদানের ২৫ থেকে ৩০ শতাংশ স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জন্য বরাদ্দ করার নিয়ম থাকলেও তা অনুসরণে ঘাটতি বিদ্যমান। অপরদিকে তা কিভাবে অনুসরণ করা হবে তার কোনো নির্দেশনা বা কাঠামো নেই
- ক্যাম্প পর্যায়ে চলমান কর্মসূচির তালিকা ও বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ ক্যাম্প প্রশাসনকে অবহিত করার নিয়ম থাকলেও কোনো কোনো আন্তর্জাতিক এনজিও তা করে না
- আরআরআরসি'র ওয়েবসাইটে ক্যাম্পে কর্মরত এনজিওদের তালিকা, সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী, মানবিক সহায়তা কার্যক্রম সংক্রান্ত তথ্যের অপ্রতুলতা লক্ষণীয়; ওয়েবসাইট নিয়মিত হালনাগাদ করা হয় না

রোহিঙ্গা ব্যবস্থাপনায় সুশাসনের চ্যালেঞ্জ...

কার্যক্রম পরিচালনায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতায় চ্যালেঞ্জ

- রোহিঙ্গাদের মানবিক সহায়তায় জাতিসংঘের অঙ্গসংস্থা ও আন্তর্জাতিক এনজিও'র একাংশের পরিচালন ব্যয় তাদের কর্মসূচির ব্যয়ের তুলনায় বেশি হওয়ার অভিযোগ
- জাতিসংঘের সাতটি সংস্থার প্রদত্ত তথ্য (২০১৭-১৯) অনুযায়ী, সর্বোচ্চ পরিচালন ব্যয় ইউএন উইমেন (৩২.৬%) ও সর্বনিম্ন জাতিসংঘ শিশু তহবিলের (৩.০%)
- উল্লেখ্য, জাতিসংঘের অঙ্গসংস্থাগুলোর প্রদত্ত কর্মসূচী ব্যয়ের মধ্যে তাদের অনুদানে পরিচালিত এনজিওসমূহের পরিচালন ব্যয়ও অন্তর্ভূক্ত। তাই প্রকৃতপক্ষে রোহিঙ্গাদের মানবিক সহায়তায় জাতিসংঘের অনুদানে পরিচালিত কর্মসূচীর পরিচালন ব্যয়ের হারের সঠিক হিসাব শুধুমাত্র সংশ্লিষ্ট সংস্থা কর্তৃক করা সম্ভব। তবে তা অবশ্যই নিম্নে প্রদত্ত হারের তুলনায় নিঃসন্দেহে বেশি

জাতিসংঘ অঙ্গসংস্থার নাম	পরিচালন ব্যয় (%)	কর্মসূচি ব্যয় (%)
জাতিসংঘের শরণার্থী বিষয়ক হাইকমিশন (UNHCR)	২৫.৯৮	৭৪.০২
আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থা (IOM)	১৪.৭	৮৫.৩
বিশ্ব খাদ্য সংস্থা (WFP)	১০.৩	৮৯.৭
জাতিসংঘ জনসংখ্যা তহবিল (UNFPA)	১৮.০	৮২.০
জাতিসংঘ শিশু তহবিল (UNICEF)	৩.০	৯৭.০
বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO)	১৭.০	৮৩.০
ইউএন উইমেন (UN WOMEN)	৩২.৬	৬৭.৫

রোহিঙ্গা ব্যবস্থাপনায় সুশাসনের চ্যালেঞ্জ...

কার্যক্রম পরিচালনায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতায় চ্যালেঞ্জ

- অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তিতে প্রতিটি ক্যাম্পে 'কমপ্লেইন্ট ফিডব্যাক রেসপন্স ম্যানেজমেন্ট' ব্যবস্থা সম্পর্কে প্রচারণার ঘাটতি - ফলে অধিকাংশ রোহিঙ্গা এই ব্যবস্থা সম্পর্কে অবগত নয়; এছাড়া অভিযোগ জানানোর ক্ষেত্রে ক্যাম্প কর্মকর্তাদের দ্বারা রূঢ় আচরণের শিকার হওয়ার অভিযোগ
  - অভিযোগ জানানোর ক্ষেত্রে অনানুষ্ঠানিক পদ্ধতির (মাঝি) ওপর নির্ভরশীলতা বৃদ্ধি এবং অনিয়ম ও দুর্নীতির ঝুঁকি
- আরআরআরসি ও জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তিতে কোনো আনুষ্ঠানিক ব্যবস্থা না থাকা

মানবিক সহায়তায় চ্যালেঞ্জ

খাদ্য ও পুষ্টি

- নিয়মিত ত্রাণের ক্ষেত্রে ওজনে কম দেওয়া ও নিম্নমানের পণ্য সামগ্রী বিতরণের অভিযোগ - চালের বস্তায় ৩০ কেজি লেখা থাকলেও অধিকাংশক্ষেত্রে ২৬-২৮ কেজি চাল দেওয়া; নিম্নমানের চাল, ডাল ও তেল সরবরাহ
- খাদ্য বৈচিত্র্য নিশ্চিত করতে চালুকৃত ই-ভাউচারের আওতায় মোট জনগোষ্ঠীর মাত্র ২.৯% (২৬,৫৪২ জন) সহায়তা পাচ্ছে। ফলে অধিকাংশ রোহিঙ্গাকে খাদ্য বৈচিত্র্য রক্ষায় প্রয়োজনীয় উপকরণ নিজ খরচে কিনে খেতে হয়
- পুষ্টি জরিপ অনুযায়ী (২০১৯) ক্যাম্পগুলোতে ১৯.৩% শিশু অপুষ্টিতে ও ৫০% রক্তশূন্যতায় ভুগছে; এছাড়া ৬-২৩ মাস বয়সীদের মধ্যে ৭.৩% শিশু ন্যূনতম গ্রহণযোগ্য খাদ্য পায়

মানবিক সহায়তায় চ্যালেঞ্জ...

স্বাস্থ্য

- স্বাস্থ্য সেবার জন্য ৭টি ফিল্ড হাসপাতাল ও ১৬২টি স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থাপন করা হলেও তা বিভিন্ন রোগের চিকিৎসা ও রোগীর চাহিদার তুলনায় পর্যাপ্ত নয়; হাসপাতালগুলোতে সাধারণ শল্য চিকিৎসার ব্যবস্থা এবং ব্লাড ব্যাংক অনুপস্থিত
- ক্যাম্পগুলোতে পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ক প্রচারণার ঘাটতি; প্রতিদিন রোহিঙ্গা ক্যাম্পে গড়ে প্রায় ৮৫-৯০ জন শিশু জন্মগ্রহণ করছে
- ক্যাম্পগুলোতে নিবন্ধিত মোট এইচআইভি রোগীর সংখ্যা বর্তমানে ৬০০ জন; তবে প্রকৃত সংখ্যা আরও অনেক বেশি হওয়ার আশংকা সত্ত্বেও কোনো স্ক্রিনিং-এর ব্যবস্থা নেই
- বাংলাদেশে ডিপথেরিয়া নির্মূল হওয়ার কাছাকাছি থাকলেও রোহিঙ্গা ক্যাম্পে এর মহামারির ঝুঁকি - ২০১৯ সালের আগস্ট পর্যন্ত ডিপথেরিয়ায় ৮ ,৬৪১ জন আক্রান্ত ও মৃত্যু ৪৫ জনের
- সরকারি হাসপাতালগুলোতে চিকিৎসা সেবায় দালালের সহায়তা নিতে এবং নিয়মবহির্ভূত অর্থ দিতে বাধ্য হওয়ার অভিযোগ

মানবিক সহায়তায় চ্যালেঞ্জ...

শিক্ষা

- কোনো অনুমোদিত পাঠ্যক্রম না থাকায় জাতীয় ও আন্তর্জাতিক এনজিও কর্তৃক ভিন্ন ভিন্ন পাঠ্যক্রমে শিক্ষাদান
- রোহিঙ্গা কিশোর-কিশোরিদের জন্য কোনো শিক্ষা কার্যক্রম না থাকায় শিক্ষার প্রতি অনাগ্রহ তৈরি - ক্যাম্পের বাইরে কাজ করার প্রবণতা এবং অপরাধ প্রবণতা বৃদ্ধি
- কিছু ক্ষেত্রে জায়গা না থাকার কারণে নালা, ড্রেন ও পাহাড়ের ওপর ঝুঁকিপূর্ণ স্থানে লার্নিং সেন্টার স্থাপন
- স্বল্পমেয়াদী প্রকল্পের কারণে অনেক লার্নিং সেন্টার বন্ধ হয়ে যায়, ফলে নিয়মিত শিক্ষাদান ব্যাহত হয়
- বাংলা ভাষা শিক্ষার সুযোগ না দেওয়ার সিদ্ধান্ত রোহিঙ্গা শিশুদের অধিকার হরণ হিসেবে সমালোচিত

পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন

- ক্যাম্পে অপরিকল্পিতভাবে নলকূপ স্থাপনের ফলে খাবার পানি অনেক দূর হতে সংগ্রহ করতে হয়
- অধিকাংশ ক্যাম্পে নারী ও পুরুষের জন্য আলাদা টয়লেট ও পর্যাপ্ত টয়লেট নেই
- টয়লেট রক্ষণাবেক্ষণ ও নিয়মিত পরিষ্কার না করায় অল্পদিনের মধ্যে ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে যায়
- ক্যাম্পগুলোতে বৃষ্টির পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা অপরিকল্পিত ও নাজুক হওয়ায় বর্ষাকালে ভারী বর্ষণে নালা ও নর্দমার পানি উপচে পড়ে। এর ফলে ক্যাম্পের রাস্তাঘাটে পানি জমে থাকে এবং হাঁটাচলায় সমস্যা হয়

মানবিক সহায়তায় চ্যালেঞ্জ...

নিরাপত্তা ও সুরক্ষা

- রাতের বেলা ক্যাম্পের ভেতর পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা নেই; দুইটি নিবন্ধিত ক্যাম্প ব্যতীত বাকিগুলোতে সিআইসি'র অধীনে নিরাপত্তা কর্মী নেই
- ক্যাম্পের ভেতরে যেসব জায়গায় যোগাযোগ ব্যবস্থা ভালো শুধু সেখানে যৌথ বাহিনীর টহল দেওয়ার অভিযোগ
- নিরাপত্তার ঘাটতির কারণে সিআইসি ও অ্যাসিস্টেন্ট সিআইসি রাতের বেলা ক্যাম্পে অবস্থান করেন না
- ক্যাম্পে অবস্থানকালীন রোহিঙ্গাদের মধ্যে সহিংস মনোভাব ও অপরাধ প্রবণতা - খুন, অপহরণ, ধর্ষণ, মাদকপাচারসহ বিভিন্ন অপরাধের তথ্য পাওয়া যায় - কক্সবাজার জেলা পুলিশ সুপার কার্যালয়ের তথ্যমতে ২০১৯ সালের আগস্ট পর্যন্ত বিভিন্ন অপরাধের পরিপ্রেক্ষিতে মোট মামলা ৪৭১টি, এসব মামলায় আসামির সংখ্যা ১,০৮৮ জন
- ক্যাম্পগুলোতে পারিবারিক ও লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা, যৌন হয়রানির ঘটনা বিদ্যমান - এতিম শিশু ও অল্পবয়সী মেয়েদের বেশি আক্রান্ত হওয়ার অভিযোগ

মানবিক সহায়তায় চ্যালেঞ্জ...

নিরাপত্তা ও সুরক্ষা...

- বিভিন্ন ক্যাম্পে কমপক্ষে সাতটি সন্ত্রাসী গ্রুপের কার্যক্রম পরিচালনার অভিযোগ - কোনো কোনো ক্ষেত্রে সন্ত্রাসী গ্রুপের হুমকির কারণে ভলান্টিয়ার হিসেবে কাজ করা নারীদের কাজ ছেড়ে দেওয়ার উদাহরণ
- বর্তমান ব্যবস্থাপনা অনুযায়ী রোহিঙ্গাদের নিজ ক্যাম্পের বাইরে চলাচল সীমিত করা হলেও ক্যাম্প থেকে অবৈধভাবে বের হওয়া সাধারণ ঘটনা
- দালাল চক্রের সহায়তায় ক্যাম্প থেকে রোহিঙ্গাদের পাচার
  - যুবতী নারীদের পাচারের ঝুঁকি বেশি
  - কোনো কোনো ক্ষেত্রে কিছু দালাল চক্রের সহায়তায় রোহিঙ্গা নারীদের অবৈধভাবে ক্যাম্প থেকে বের করে কক্সবাজার ও চট্টগ্রামের বিভিন্ন হোটেলে যৌনকর্মী হিসেবে ব্যবহার
  - প্রাথমিকভাবে দালালদের ১০-২০ হাজার টাকা, এবং নির্দিষ্ট গন্তব্যে পৌঁছানোর পর দেড়-দুই লাখ টাকা দিতে হয়
  - পাচারের ক্ষেত্রে সমুদ্রপথ হিসেবে মহেশখালির সোনাদিয়া, জেটি ঘাট, নাজিরা টেক, কক্সবাজার পৌরসভার সোহলান্দি ঘাট, সদরের চৌফলন্দি ঘাট এবং টেকনাফের বাহারছড়া শিলখালি পয়েন্ট ব্যবহার

কার্যক্রম পরিচালনায় অনিয়ম ও দুর্নীতি

- এনজিওগুলোকে এফডি-৭ এর আওতায় কার্যক্রমের অনুমতি/ছাড়পত্রের জন্য ভিন্ন ভিন্ন কার্যালয়ে যেতে হয়। ফলে তাদের কার্যক্রমে দীর্ঘসূত্রতা হয় এবং অনেকক্ষেত্রে অনিয়ম ও দুর্নীতির শিকার হতে হয়
  - এনজিও অ্যাফেয়ার্স ব্যুরোর কর্মকর্তাদের একাংশের বিরুদ্ধে প্রকল্প অনুমোদনে (এফডি-৭) দীর্ঘসূত্রতা এবং অনুমোদন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করতে নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ ও উপঢৌকন দাবির অভিযোগ
  - জেলা প্রশাসকের কার্যালয় থেকে প্রকল্প কার্যক্রম শুরুর অনুমোদন পেতে কমপক্ষে ৭-১৫ দিন এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে এক মাসেরও অধিক সময়ক্ষেপণের অভিযোগ
  - উপজেলা ও জেলা প্রশাসনের কর্মকর্তাদের একাংশ প্রকল্প সমাপ্তির ছাড়পত্র পেতে প্রকল্প প্রতি নিয়ম-বহির্ভূতভাবে অর্থ আদায়ের অভিযোগ। এছাড়া জেলা প্রশাসক ও ইউএনও কার্যালয়ের সংস্কার এবং একটি স্থানীয় অটিস্টিক বিদ্যালয়ে সহযোগিতার নামে সংস্থাগুলোকে টাকা দিতে বাধ্য করার অভিযোগ
  - কর্মসূচির অনুমোদন/ছাড়পত্র পেতে সিআইসি কার্যালয়ের কর্মকর্তাদের একাংশ কর্তৃক নিয়ম-বহির্ভূত টাকা ও অনৈতিক সুবিধা (বিমানের টিকিট, আত্মীয়-স্বজন বেড়াতে আসলে গাড়ি ও হোটেল সুবিধা) আদায়ের অভিযোগ

কার্যক্রম পরিচালনায় অনিয়ম ও দুর্নীতি...

- ত্রাণের মান ও পরিমাণ যাচাইয়ে দুর্নীতিসহ সময়ক্ষেপণের অভিযোগঃ
    - ডিসি অফিসের সংশ্লিষ্ট কমিটির সদস্যদের একাংশ কর্তৃক নিয়মিত ও বিশেষ ত্রাণের মান ও পরিমাণ যাচাইয়ে সময়ক্ষেপণ (৫-১৫ দিন)
    - ত্রাণের মালবাহী গাড়িপ্রতি নিয়ম-বহির্ভূতভাবে অর্থ আদায়; না দিলে সময়ক্ষেপণের অভিযোগ; যেসব সংস্থা ঘুষ দেয় তাদের ক্ষেত্রে মান ও পরিমাণ যাচাইয়ে শিথিলতার অভিযোগ
    - মান ও পরিমাণ যাচাইয়ে গৃহীত নমুনা ফেরত না দেওয়ার অভিযোগ; প্রায়ই নমুনার সংখ্যা জোর করে বৃদ্ধি করা
    - মান ও পরিমাণ যাচাইয়ের স্থান জেলা প্রশাসকের অফিসে হওয়ায় বিভিন্ন ওয়্যারহাউজ (মূলত ক্যাম্প এলাকা) থেকে তা পরিবহনে অতিরিক্ত ব্যয় ও সময়ক্ষেপণ

কার্যক্রম পরিচালনায় অনিয়ম ও দুর্নীতি (বেসরকারি অংশীজন)

- ক্যাম্প পর্যায়ে কার্যক্রম পরিচালনায় স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক এনজিওগুলোর একাংশের বিরুদ্ধে অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ
    - বিভিন্ন কর্মসূচি (যেমন আশ্রয় ঘর নির্মাণ, স্যানিটারি ল্যাট্রিন স্থাপন, লার্নিং সেন্টার স্থাপনসহ কমিউনিটি মোবিলাইজেশন) বাস্তবায়নে নিম্নমানের পণ্য ব্যবহার, কর্মসূচি অনুযায়ী কাজ না করা
    - কর্মসূচি বাস্তবায়নে ক্রয় প্রক্রিয়ায় ঠিকাদারদের সাথে যোগসাজশের মাধ্যমে অনিয়ম ও দুর্নীতি
- এনজিও বিষয়ক ব্যুরো কর্তৃক নির্ধারিত 'এনজিওগুলোর কর্মপরিধি' লঙ্ঘনের অভিযোগ-
    - নিয়ম ভেঙ্গে রোহিঙ্গাদের নিয়মিত ও অনিয়মিতভাবে কাজের সুযোগ ও চাকরি দেয়া
    - রোহিঙ্গাদের মধ্যে নগদ অর্থ বিতরণের অভিযোগ
    - প্রকল্পে অনুমোদন না থাকা সত্ত্বেও ধারালো যন্ত্রপাতি তৈরি করে বিতরণ
    - মানবিক সহায়তার বাইরে প্রত্যাবাসনবিরোধী ভূমিকা রাখা- রোহিঙ্গা সমাবেশের ব্যানার তৈরিতে সহায়তা ও টি-শার্ট বিতরণ
- বিশেষ ত্রাণের টোকেন প্রাপ্তিতে 'মাঝি'দের বিরুদ্ধে নিয়ম-বহির্ভূতভাবে অর্থ আদায় ও স্বজনপ্রীতির অভিযোগ
- 'মাঝি'দের দ্বারা অভিযোগ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ আদায়ের অভিযোগ; যেকোনো বিচার-সালিশের মীমাংসার জন্য মাঝিদের টাকা ও ত্রাণের অংশ দিতে হয়

ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ আদায়ের খাত ও পরিমাণ

খাত/ইস্যু	টাকার পরিমাণ	জড়িত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান
এফডি-৭ অনুমোদন	সুনির্দিষ্ট নয়	এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর কর্মকর্তাদের একাংশ
ত্রাণের মান ও পরিমাণ যাচাই	২,৫০০-৩,০০০ (গাড়ি প্রতি)	ডিসি অফিস সংশ্লিষ্ট কমিটির একাংশ
প্রকল্প সমাপ্তির ছাড়পত্র	২০,০০০-৫০,০০০	ইউএনও অফিস কর্মকর্তাদের একাংশ
	৫০,০০০-৭০,০০০	ডিসি অফিস সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের একাংশ
	২০,০০০-২৫,০০০ (ক্ষেত্রবিশেষ)	সিআইসি অফিস সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের একাংশ
ক্যাম্প থেকে অবৈধভাবে বের হওয়া	২৫০-৩০০	দালাল ও 'টমটম' ড্রাইভার
মানব পাচার	১০,০০০-২০,০০০ (প্রাথমিক) ১,৫০,০০০-২,০০,০০০ (পৌছানোর পর)	দালাল
বিশেষ ত্রাণের টোকেন প্রাপ্তি	৫০০-১,০০০	মাঝি
ক্যাম্পভিত্তিক অভিযোগ নিষ্পত্তি	২,০০০-৩,০০০	মাঝি

প্রত্যাবাসনের চ্যালেঞ্জ

- রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন নিয়ে বাংলাদেশ ও মিয়ানমার ২০১৭ সালের ২৩ নভেম্বর 'অ্যারেঞ্জমেন্ট অন রিটার্ন অব ডিসপ্লেসড পার্সন্স ফ্রম রাখাইন স্টেট' ও ২০১৮ সালের ১৬ জানুয়ারি প্রত্যাবাসন সংক্রান্ত মাঠ পর্যায়ে কার্যক্রম এগিয়ে নিতে ৩০ দফা 'ফিজিক্যাল অ্যারেঞ্জমেন্ট' শীর্ষক চুক্তি স্বাক্ষর করলেও এখন পর্যন্ত প্রত্যাবাসন সম্ভব হয় নি
    - রোহিঙ্গা সংকটের উৎপত্তির মূল কারণ মিয়ানমার সরকারের অভ্যন্তরীণ সুশাসন নিশ্চিতে ব্যর্থতা। ফলে রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনের দায়িত্ব মিয়ানমার সরকারের ওপর বর্তায়, কিন্তু এক্ষেত্রে মিয়ানমার সরকার কোনো কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করে নি
    - প্রত্যাবাসন বিষয়ে মিয়ানমার সরকার উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করে নি; ফলে রোহিঙ্গাদের মধ্যে প্রত্যাবাসনের আস্থা সৃষ্টি হয় নি
    - প্রত্যাবাসনের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক অংশীজনের যথাযথ ভূমিকার ঘাটতি
    - প্রত্যাবাসনের লক্ষ্যে রোহিঙ্গা পরিবারের তালিকা তৈরি ও যৌথ যাচাইয়ের কাজে বিলম্ব - যৌথ যাচাইয়ের কাজ ২৪ জুন ২০১৮ শুরু; ৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত ৬৬০,৮৮৭ জনের তথ্য সংগ্রহ সম্পন্ন

রোহিঙ্গাদের দীর্ঘমেয়াদি অবস্থানের ঝুঁকি

অর্থনৈতিক

- রোহিঙ্গা ব্যবস্থাপনায় সরকারের বিভিন্ন খাতভিত্তিক প্রশাসনিক ও কর্মসূচি ব্যয় বৃদ্ধি
- রোহিঙ্গাদের আশ্রয় প্রদান ও ত্রাণ ব্যবস্থাপনায় (২০১৭ সাল হতে ২০১৯ সাল পর্যন্ত) বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগভিত্তিক বাংলাদেশ সরকারের নিজস্ব তহবিল হতে অর্থ ছাড়ের পরিমাণ ২৩০৮.০২ কোটি টাকা

মন্ত্রণালয়/বিভাগ	অর্থ ছাড়ের পরিমাণ (কোটি টাকায়)	খাত
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	৩.২০	কাঁটাতারের বেষ্টনী নির্মাণ
স্বাস্থ্যসেবা বিভাগ	২.৪৫	দু'টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে পুরুষ ও মহিলা ওয়ার্ড নির্মাণ
সুরক্ষা সেবা বিভাগ	৪.৫৫	আইডি কার্ড প্রণয়নের লক্ষ্যে সরঞ্জাম ক্রয়
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়	১.৩২	এতিম শিশু সুরক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়ন
স্থানীয় সরকার বিভাগ	২৯.৬৮	রাস্তা সংস্কার, নিরাপদ খাবার পানি এবং স্যানিটেশন
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়	২২৬৫.৯১	আবাসন ও নিরাপত্তায় অবকাঠামো নির্মাণ
জননিরাপত্তা বিভাগ	.৯০৯৭	সেনা সদস্যদের দৈনিক ভাতা ও কন্টিনজেন্সি
মোট	২৩০৮.০২	

তথ্যসূত্র: অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ৩ নভেম্বর ২০১৯

রোহিঙ্গাদের দীর্ঘমেয়াদি অবস্থানের ঝুঁকি

অর্থনৈতিক...

- রোহিঙ্গাদের প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়া দীর্ঘায়িত হওয়া সত্ত্বেও সামগ্রিকভাবে সরকার কোনো আর্থিক প্রাক্কলন এবং কৌশলগত পরিকল্পনা গ্রহণ করে নি - আর্থ-সামাজিক ও পরিবেশগত নেতিবাচক প্রভাব সম্পর্কে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে তুলে ধরতে ঘাটতি; দীর্ঘমেয়াদী সংকট মোকাবেলায় ঝুঁকি সৃষ্টি
- অল্প পারিশ্রমিকের বিনিময়ে স্থানীয়রা বিভিন্ন কাজে (লবণ চাষ, চিংড়ি হ্যাচারি, চাষাবাদ) রোহিঙ্গাদের নিয়োজিত করছে। রোহিঙ্গা শ্রমিকদের সহজলভ্যতার ফলে স্থানীয়দের কাজের সুযোগ হ্রাস - স্থানীয় শ্রমিকদের মজুরি গড়ে ১৫ শতাংশের বেশি হ্রাস
- স্থানীয় বাজারে বিভিন্ন পণ্যের হঠাৎ চাহিদা ও মূল্য বৃদ্ধি - শাকসব্জি থেকে শুরু করে মাছ মাংসের দাম ৫০-৬০% পর্যন্ত বৃদ্ধি
- প্রতিদিন বিপুল সংখ্যক রোহিঙ্গা, মানবিক সহায়তায় নিয়োজিত কর্মী ও সরকারি কর্মকর্তাদের যানবাহন এবং ত্রাণবাহী ট্রাকের চলাচল ও চাপে রাস্তাঘাটের ক্ষতি ও যানজট

রোহিঙ্গাদের দীর্ঘমেয়াদি অবস্থানের ঝুঁকি

সামাজিক

- স্থানীয়দের সংখ্যালঘু হয়ে যাওয়া - স্থানীয় অধিবাসী মোট জনসংখ্যার ৩৪.৮%; রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী ৬৩.২%
- স্থানীয় অধিবাসীদের মধ্যে মানসিক চাপের ঝুঁকি তৈরি
- সরকারি হাসপাতালগুলোর মোট চাহিদার ২৫ শতাংশের অতিরিক্ত রোহিঙ্গাদের স্বাস্থ্য সেবায় ব্যয় - স্থানীয় জনগোষ্ঠীর চিকিৎসাসেবা ব্যাহত হওয়া
- স্থানীয়দের খাদ্য নিরাপত্তার ঝুঁকি তৈরি
- সামাজিক অবক্ষয়ের ঝুঁকি বৃদ্ধি - মাদক পাচার, নারী পাচার, পতিতাবৃত্তি
- এইডস আক্রান্ত রোহিঙ্গাদের মাধ্যমে স্থানীয়দের মধ্যে এইডস ছড়ানোর আশঙ্কা
- সামাজিক সংঘাত তৈরির ঝুঁকি - আধিপত্য বিস্তার, মাদক ব্যবসা, জমি দখল, কোন্দল

পরিবেশগত

- ৬,১৬৪ একর বনভূমি উজাড় হওয়াসহ জীব বৈচিত্র্য ধ্বংস হওয়া
- ভূমিধসের ঝুঁকি
- উখিয়া ও টেকনাফ এলাকায় ভূগর্ভস্থ পানির সংকট প্রকট হওয়া
- হাতির চলাচলের পথ নষ্ট হওয়াসহ বন্যপ্রাণীর ওপর নেতিবাচক প্রভাব

রোহিঙ্গাদের দীর্ঘমেয়াদি অবস্থানের ঝুঁকি

নিরাপত্তা ও রাজনৈতিক

- দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ার ঝুঁকি - আগস্ট ২০১৯ পর্যন্ত বিভিন্ন জেলা থেকে ৫৯,১৭৬ জন রোহিঙ্গাকে আটক; ২০১৭ সালে এই সংখ্যা ছিল ৬৯০ জন
- জাতীয় স্বার্থ ক্ষুণ্ন হওয়াসহ নিরাপত্তার ঝুঁকি তৈরির সম্ভাবনা
    - সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন কার্যালয়ের অসাধু কর্মকর্তা-কর্মচারীদের যোগসাজশে রোহিঙ্গাদের একাংশ জন্ম নিবন্ধন সনদ, জাতীয় পরিচয়পত্র ও পাসপোর্ট তৈরিসহ মোবাইল সিম কার্ড সংগ্রহ
    - ক্যাম্পগুলোতে প্রায় ৫ লক্ষ রোহিঙ্গা কর্তৃক মোবাইল ফোনের ব্যবহার
    - অনলাইনভিত্তিক ১০টি ইউটিউব চ্যানেলে রোহিঙ্গাদের সক্রিয় থাকা
- ক্যাম্পে জঙ্গিসহ বিভিন্ন সন্ত্রাসী গোষ্ঠীর তৎপরতা - বাংলাদেশে অস্থিতিশীলতা সৃষ্টি

সার্বিক পর্যবেক্ষণ

- রোহিঙ্গাদের মানবিক সহায়তার ব্যবস্থাপনা কাঠামোতে সমন্বয়, আন্তঃযোগাযোগ এবং তদারকিতে ঘাটতিসহ বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ বিদ্যমান
- কেন্দ্রীয় ডেটাবেইজ-এর অনুপস্থিতি ও তথ্য প্রকাশে ঘাটতির কারণে মানবিক সহায়তা কার্যক্রমে স্বচ্ছতার ঘাটতি
- মানবিক সহায়তা কার্যক্রমকে কেন্দ্র করে অনিয়ম ও দুর্নীতির প্রাতিষ্ঠানিকীকরনের ঝুঁকি সৃষ্টি - বিভিন্ন পর্যায়ে সুবিধাভোগী গোষ্ঠীর উদ্ভব; মাঝিদের জবাবদিহিতার ঘাটতির ফলে অনিয়ম ও দুর্নীতির সুযোগ তৈরি
- ক্যাম্প ব্যবস্থাপনা ও তদারকিতে জনবলের ঘাটতির ফলে এনজিওগুলোর কার্যক্রম তদারকি ব্যাহত হওয়া
- রোহিঙ্গা সংকটের গুরুত্ব আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কাছে ধীরে ধীরে কমে যাওয়ায় মানবিক সহায়তায় অনুদান ক্রমান্বয়েহ্রাস পাচ্ছে, ফলে খাতভিত্তিক বিভিন্ন সহায়তায় অপ্রতুলতা তৈরি - দীর্ঘমেয়াদে বাংলাদেশের জনগণ ও সরকারের ওপর আর্থিক ঝুঁকির আশংকা। অন্যদিকে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন ত্বরান্বিতকরণে সুনির্দিষ্ট অগ্রগতির ঘাটতি
- রোহিঙ্গাদের প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়া দীর্ঘায়িত হওয়া সত্ত্বেও সামগ্রিকভাবে সরকারের কোনো আর্থিক প্রাক্কলন এবং কৌশলগত পরিকল্পনা গ্রহণ না করা এবং এ বিষয়ে সরকারের যথাযথ গুরুত্বের ঘাটতি
- প্রত্যাবাসন দীর্ঘায়িত হওয়ায় স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রা ও জাতীয় নিরাপত্তায় ঝুঁকিসহ স্থানীয় বনাঞ্চল ও পরিবেশের বিপর্যয়

সুপারিশ

সমন্বয় ও সক্ষমতা সংক্রান্ত

১. রোহিঙ্গাদের মানবিক সহায়তায় এফডি-৭ এর আওতায় প্রকল্পগুলোকে বিশেষ ও জরুরি হিসেবে গুরুত্ব দিয়ে কাজ শুরুর অনুমতি ও ছাড়পত্র প্রচলিত ব্যবস্থার পরিবর্তে আরআরআরসি'র মাধ্যমে করতে হবে। এক্ষেত্রে ডিসি এবং ইউএনও অফিসকে কাজ শুরুর পূর্বে ও কাজ শেষ হওয়ার পর অবহিত করতে হবে

২. ত্রাণের মান ও পরিমাণ যাচাইয়ে সংশ্লিষ্ট অংশীজনের সমন্বয়ে ক্যাম্পের কাছাকাছি স্থানে একীভূত যাচাই ব্যবস্থা করতে হবে

৩. ক্যাম্প ব্যবস্থাপনায় আরআরআরসি'র জনবল বৃদ্ধি করতে হবে এবং প্রতিটি সিআইসি'র আওতায় নিরাপত্তা বাহিনী মোতায়েন করতে হবে; প্রতিটি ক্যাম্পে রাতের বেলা ক্যাম্প ইন চার্জদের (সিআইসি) অবস্থান নিশ্চিত করতে হবে

৪. মানবিক সহায়তা কার্যক্রম পরিচালনায় সিআইসিদের মানবিক নীতিসমূহ মেনে চলার বাধ্যবাধকতাসহ এক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে

৫. মানবিক সহায়তায় খাতভিত্তিক প্রয়োজন অনুযায়ী অর্থ প্রাপ্তি নিশ্চিতে জাতিসংঘের অঙ্গসংগঠনসহ, বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থাকে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে

৬. রোহিঙ্গাদের আগমন ও দীর্ঘমেয়াদি অবস্থানের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জন্য সুনির্দিষ্ট কর্মসূচি গ্রহণে সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের সম্পৃক্ত করে কর্মকৌশল তৈরি করতে হবে

৭. রোহিঙ্গা ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশ সরকারের আর্থিক ব্যয়সহ বিভিন্ন নেতিবাচক প্রভাব নিরূপণ করে তা মোকাবেলায় কৌশলগত পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে এবং তার অর্থায়নসহ বাস্তবায়ন আন্তর্জাতিক অঙ্গনে তুলে ধরতে হবে

সুপারিশ

স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ এবং দুর্নীতি প্রতিরোধ সংক্রান্ত

৮. মানবিক সহাতায় প্রকল্প, অর্থ ব্যয়ের বিভিন্ন খাত, বাস্তবায়নের স্থান ও অগ্রগতি বিষয়ক তথ্য একটি সমন্বিত ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে হবে এবং তা হালনাগাদ করতে হবে

৯. সিআইসি কর্তৃক ক্যাম্প পর্যায়ে এনজিওগুলোর কার্যক্রম তদারকি জোরদার করতে হবে; কর্মসূচি বাস্তবায়নে বিভিন্ন স্তরে অনিয়ম ও দুর্নীতির যোগসাজশ নিয়ন্ত্রণে জড়িত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে জবাবদিহিতার আওতায় আনতে হবে

১০. মানবিক সহায়তায় কার্যক্রম ও কর্মসূচি ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত অভিযোগ নিরসনে আরআরআরসি কার্যালয়ে কাঠামোবদ্ধ 'অভিযোগ গ্রহণ ও নিরসন ব্যবস্থা' চালু করতে হবে; ক্যাম্প পর্যায়ে অভিযোগ নিরসনের বিদ্যমান ব্যবস্থার প্রচারণা বৃদ্ধি করতে হবে

১১. ক্যাম্প পর্যায়ে প্রতিটি ব্লকে নির্বাচনের মাধ্যমে রোহিঙ্গাদের প্রতিনিধি নির্বাচন নিশ্চিত করতে হবে

প্রত্যাবাসন সংক্রান্ত

১২. রোহিঙ্গাদের সম্ভাব্য দ্রুততম সময়ে প্রত্যাবাসনের লক্ষ্যে বিভিন্ন রাষ্ট্র, জাতিসংঘ, আন্তর্জাতিক সংস্থা ও দাতা সংস্থাদের সমন্বিত উদ্যোগ নিশ্চিত করার জন্য কূটনৈতিক তৎপরতা জোরদার করতে হবে

১৩. রোহিঙ্গা সংকট নিরসনে প্রত্যাবাসনসহ যেকোনো চুক্তিতে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর যৌক্তিক প্রত্যাশা পূরণ করতে হবে

ধন্যবাদ

এফডি-৭ এর আওতায় কর্মসূচির অনুমতি প্রক্রিয়া (প্রস্তাবিত)

১. আরআরআরসি'র কাছ থেকে কার্যক্রমের বিবরণসহ সুপারিশ গ্রহণ

২. এনজিও বিষয়ক ব্যুরোতে সুপারিশপত্র জমাদান ও এফডি-৭ অনুমোদন

৩. আরআরআরসি থেকে কর্মসূচি শুরুর অনুমতি ও ক্যাম্প সুনির্দিষ্টকরণ

৪. সিআইসি'র কাছ থেকে কর্মসূচি শুরুর অনুমতি ও স্থান সুনির্দিষ্টকরণ

এফডি-৭ এর আওতায় কর্মসূচি সমাপ্তির ছাড়পত্র প্রক্রিয়া (প্রস্তাবিত)

১. সিআইসি'র কাছ থেকে কর্মসূচী সমাপ্তির প্রত্যয়ন গ্রহণ

২. আরআরআরসি থেকে ছাড়পত্রের অনুমোদন

৩. এনজিও বিষয়ক ব্যুরোতে ছাড়পত্র জমাদান